Women's Empowerment
A Challenge in the 21st Century

Edited by

Smt. Jonaki Biswas

Dr. Srijanee Roy

রবীন্দ্রনাথের কাঙ্ক্ষিত নারীসমাজ

ড. সুতপা সাহা

'পূর্ণ এক শতাব্দীর জীবনাধিকারে পৃথিবীতে তাঁর মতো দাবি বোধ হয় একালে আর কারো ছিল না, কারন বিগত কালকে আগামীকালের সঙ্গে যুক্ত করে যথার্থ গন্তব্যের নির্দেশ দিতে পারতেন তিনিই (রবীন্দ্রনাথ) আজকের বিভ্রান্ত নর-নারীকে, (রবীন্দ্রনাথ ও সাম্য চিন্তা নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)।'[১]

এই বিগতকালকে আগামীকালের সঙ্গে যুক্ত করার চেতনা ও মহতী ভাবনাই রবীন্দ্রনাথকে দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে আজকেও আমাদের কাছের মানুষটি করে তুলেছে। দিক দিশাহীন মানুষ নর-নারী নির্বিশেষে তাঁর কাছে আশ্রয় অনুসন্ধান করছে ও অজস্র মানুষ তাঁকে স্মরণ করছে জীবনের মূল্যবোধ - নারীর মূল্য সম্পর্কে তাঁর অভিমত কি তা জানতে এবং বুঝতে।[২] (রবীন্দ্র সংখ্যা-'পশ্চিমবঙ্গ')

আসলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার পূজারি, উপনিষদিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েও তিনি মানব ধর্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলে মেনেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, তাঁর মানবতাবোধ বলতে বোঝায় সকল মানুষকে স্বমহিমায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিকশিত করে তোলা। এরূপ মানবতাবোধ কখনওই কোনও স্থান-কালসীমা ও নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদরেখা টেনে হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন সকল মানুষ-চিন্তায়-জ্ঞানালোকে-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারলে বিভেদের সীমা রেখাও আপন হতেই ভেঙে পড়বে। তেমনি দেশ ও সমাজের ক্রমোন্নতিও ঘটতে থাকবে। সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর বশবর্তী হয়েই নারীকে তিনি বিশাল কর্মকান্ডে যুক্ত করতে উৎসাহী।[৩]

তিনি তাঁর লেখনীতে আহ্বান করেছেন নারীর সামাজিক মুক্তি,

> "এসো ছেড়ে, এসো সখী কুসুম শয়ন
> বাজুক কঠিন মাটি চরনের তলে।" - (কড়ি ও কোমল)[৪]

অন্যদিক 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' - তে লিখলেন,

'সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তাহলে তাঁর দানের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।'[৬] (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র-ভারতী, ১২৮৬)

Philosophy And Music For Mental Development

Edited by
Dr. Subhas Chandra
Dr. Sutapa Saha

Philosophy And Music For Mental Development

Edited By
Dr. Subhas Chandra
Associate Professor, Head, Department of Philosophy, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Purba Medinipur, (W.B)
Dr. Sutapa Saha
Assistant Professor, Head, Department of Music, Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Purba Medinipur, (W.B)

MANAV PRAKASHAN
KOLKATA

d originally
ne. (http://
7

8.03.2017

ssed on

সংগীত পাঠক্রম ঃ উচ্চতর পর্যায়

সুতপা সাহা

উচ্চতর শিক্ষার যতগুলি শাখা প্রচলিত আছে, তাদের সবগুলিতেই সংগীত প্রযুক্ত করা যেতে পারে কিনা, বা সংগীতকে সবক্ষেত্রেই এই আবশ্যিক বিষয় রূপে গন্য করা যায় কিনা, এ আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের দেখতে হবে সংগীতের উপযোগিতা ঠিক কতখানি। সমাজের বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্যই উচ্চতর শিক্ষার শাখাগুলি উদ্ভাবন করা হয়েছে, কাজেই সেক্ষেত্রে সংগীতকে সেইসব বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে গেলে দেখতে হবে সংগীত সেইসব দিক থেকে আমাদের চাহিদা কতদূর পূরণ করতে পারে। সংগীত সম্বন্ধে আমাদের সাধারনের মধ্যে যে মতটি প্রচলিত আছে সংগীত আমাদের আনন্দ বর্ধন করে এবং আমাদের মনকে এক অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে যায় যেখানে আমাদের মন বিশুদ্ধ সংগীতের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে বিরাজ করে।,

কিন্তু সংগীতকে আমরা আর এই অবস্থায় দেখতে চাই না। পাশ্চাত্যে বর্তমানে গবেষণা হচ্ছে এর উপরেই যে, সংগীত মূলত কী? একি শুধুমাত্র সর্বতাপহরা শান্তির দূত, বা কতকগুলি ধ্বণি সমষ্টি? একে কতদূর বিশ্লিষ্ট করা যায়? কিংবা শ্রুতির সূক্ষ্ম ভাগকে অতিক্রম করেও যে তরঙ্গ অবশিষ্ট থাকে, তাকে কি সংগীত আখ্যা দেওয়া যায়? তার দায়িত্ব কতখানি এবং তার ক্ষমতা কতটুকু?.

একটি গাছ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলো বাতাস তার সহকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে। তেমনই সঙ্গীতের সুর কি পারবে সংগীতকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে? এই সমস্ত ক্ষেত্রে কথা, সুর তাল ও লয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দায়িত্ব হল সুরের। সংগীতশাস্ত্রকারদের মতে, সুরের সর্বজনীন হওয়ার ক্ষমতা আছে।.

'আদি-নারদের রসপূর্ণ' পঞ্চশ্রুতির ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়, অপার্থিব রস-সঞ্চার ও রসানুভূতিই ভারতীয় সঙ্গীতের মূল লক্ষ্য। এই রসের দ্যোতক শ্রুতি তথা সুক্ষ্মস্বর। সূক্ষ্মস্বরের সংখ্যা অসংখ্য হতে পারে কিন্তু খ্রীঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী আদি - নারদ শিক্ষায় পাঁচটি রসানুবিদ্ধ শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন-

দীপ্ত, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্যা এই পাঁচটি শ্রুতি। এই পাঁচটি শ্রুতি যে প্রাচীন

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA
ISSN 2454-4922

অরিত্র

পঞ্চম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০১৮

সম্পাদক
সমীর প্রসাদ

মানবিক অধিকার চেতনার উন্মেষ ও ভারতবোধ : সংকলনে রবীন্দ্রনাথের গান

ড. সুতপা সাহা
অধ্যাপিকা, সংগীত বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

নির্যাস : রবীন্দ্রনাথের মানবিক অধিকার ভাবনা মূলতঃ অধ্যাতন ভিত্তিক ও প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। তিনি অনেক স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীর সাহচর্যও লাভ করেছিলেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপাঠ করতেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির পররাজ্য লিপ্সা ও শোষনের মনোবৃত্তির এবং অত্যাচার করার প্রকৃত পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং অনেক আন্তর্জাতিক, স্বদেশী, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর সাক্ষী ছিলেন। এ সবই তাঁর অধিকার ভাবনার বিবর্ত্তনে বা প্রবাহে সহায়তা করেছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত বহু রচনায় অর্থাৎ প্রবন্ধে, গানে, কবিতায় উপন্যাসে ও নাটকে মানবিক অধিকারের স্বপক্ষে বলেছেন। তিনি মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে বলেছেন। তিনি মানবিক অধিকার লঙ্ঘনকারী রাষ্ট্রগুলিকে ধিক্কার দিয়েছেন এবং অনতিলম্বে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করতে ঐ রাষ্ট্রগুলিকে আগ্রহী হতে বলেছেন।

সূচক শব্দ : অধিকার, হিন্দুমেলা, স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী, ব্রিটিশ, সাম্রাজ্যবাদী, ইউরোপীয়, আন্তর্জাতিক, প্রবন্ধ, গান, উপন্যাস, সংগ্রাম, লঙ্ঘনকারী, ধিক্কার, সংরক্ষণ।

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় তিনি স্রষ্টা। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশই তাঁর নিজের ধর্ম। জগৎ ও জীবনের বিশিষ্ট উপলবদ্ধিতেই সেই আত্মপ্রকাশের বিশিষ্টতা এবং দেশ ও কালের আশ্রয়ের সেই অভিজ্ঞতার উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে দেশ ও কালের পটভূমি, রয়েছে অতীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, রয়েছে পারিবারিক ঐতিহ্য। যে পরিবার-পরিবেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাতে

◆ UGC Approved listed Journal
Sl. No. 40742
◆ ISSN 0871-5819

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের যোধন

৩৬ বর্ষ ✦ বইমেলা, বিশেষ সংখ্যা
পৌষ, ১৪২৫ ✦ জানুয়ারি, ২০১৯

মন যোগায় না, মন জাগায়

বাংলা গানের সেকাল-একাল

ড. সুতপা সাহা
অধ্যাপিকা, সংগীত বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

নির্যাস : বাংলা গান আর বাঙালীর গান এই দুইয়ের মধ্যে কিছু অর্ন্তগূঢ় সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয় বা তারা পরস্পরের পরিপূরকও নয়। কারণ বাংলা গান মাত্রেই বাঙালীর হৃদয়ের কাছাকাছি হবে এতবড় ক্ষমতা বাংলা গান এখনও অর্জন করেনি। আবার হিন্দুস্থানী খেয়াল গান বা ধ্রুপদ গান বা হিন্দুস্থানী ভজন বাঙালী দূরে সরিয়ে দিয়েছে এতবড় অপবাদও বাঙালীকে কেউ দেবে না। তাহলে 'বানীর প্রতিই বাঙালীর অন্তরের টান'[১] —এই যে এতবড় কথাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে বাংলা গানের ক্ষেত্রে উচ্চারণ করে গেলেন তার সত্যতা কোথায়। আর এ সত্য রক্ষার দায়ই বা কাদের ? তথাপি তিনি যা বলে গিয়েছেন তার কোনো কথাই যে ভ্রান্ত নয় সেও প্রমাণিত। অগত্যা সেই কারণেই তুলনামূলক ভাবে কালের বিচার বা যুগের বিচার এসেই যায়। ধারাবাহিকতা যেমন ক্ষুণ্ণ হয় আবার তা সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে তলে তলে প্রবাহিত হতে থাকে; কখনও তা অনুভব করা যায়, কখনো যায় না।

সূচক শব্দ : বাংলা গান, ধ্রুপদ, কীর্ত্তন গান, খেয়াল, চর্যাগান।

সমস্যার বিবৃতি : বাংলা গানের ধারাবাহিকতা যদি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় তাহলে সেখানে কীর্ত্তন গানকেই বাংলা গানের আদিতে ধরতে হত। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সংগীতের আদিতে চর্যাগীতিকে ধরতে হয়। কারণ যে গীতিকবিতার উপরে রাগ বা তাল নির্দেশিত থাকে তাকে সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করা হলেও আদতে তা একপ্রকার সংগীত বা গীতিধারা, যদিও তা কালের কবলে পড়ে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেন গিয়েছে তা যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে দুটি কারণ— ভাষার সঙ্গে তার পরিচয়ের দূরত্ব এবং গায়নরীতির অপ্রচলিত অবস্থা।[২]

সুতরাং কীর্ত্তন গানের সুর বিন্যাসে এই যে পরিপাটি এক-একটি ছবি! একে অস্বীকার